Israfil Mallick
Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- II (G)

(12) সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী নীতি আলোচনা করো। (10)

⇒ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত প্রতাপশালী শাসক হিসাবে সততা ব্যাপ্ত ছিলেন তথাপি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন ও সমরকুশলী তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসক রূপে। তার প্রতিভাবলে একটি আঞ্চলিক রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তার সামরিক ও কূটনীতি সাফল্যে প্রেক্ষিতে ড: স্মিথ তার 'আর্লি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের 'নেপোলিয়ান' বলেছেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রধান উপাদান হল তার সভাকবি হরিষেন রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', মধ্যপ্রদেশের 'এরান লিপি' প্রভৃতি। হরিষেন তাকে শত যুদ্ধের নায়ক বলে অভিহিত করেছেন।

■ উত্তর-ভারত জয় :-> এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রথমে উত্তর ভারতে বিজয় অভিযানে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি নাগ বংশের তিনজন রাজা অচ্যুত নাগ, গণপতি নাগ, ও নাগসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা শুরু করেন, এবং তাদের পরাজিত করেন। উত্তর ভারতে আরও যেসব রাজাকে তিনি পরাজিত করেছিলেন, তারা হলেন রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, নন্দিন, চন্দ্রবর্মন - বলবর্মন প্রমুখ উত্তর ভারতের মোট নয়জন রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজ্যগুলিকে তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

■ মধ্য ভারত জয় :-> মধ্যভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলিকেও তিনি পদানত করেছিলেন। এই রাজ্যগুলি সম্ভবত উত্তর প্রদেশের গাজিপুর, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর সন্নিকটবর্তী অঞ্চল। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে পৌঁছানোর পথকে বাধামুক্ত করার জন্য অরণ্য রাজ্যগুলি দখল করা একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। সম্ভবত ১৮ জন অটবিক আধিপতিকে পরাস্ত করে তিনি আটবিক রাজ্যগুলি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

■ দক্ষিণ ভারত জয় :-> দক্ষিণ ভারতে মোট ১২ জন রাজাকে তিনি পরাজিত করেছিলেন। এরা হলেন - কোশলের রাজা মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কৌরলের মন্টরাজ, কাঞ্চির ~~বিষ্ণুগুপ্ত~~ বিষ্ণুগোপ, কোট্টুরের স্বামীদত্ত, কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়, ~~পিষ্টপু~~ পিষ্টপুরমের মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ড পল্লের দমন, বেঙ্গির হস্তিবর্মন, অবমুক্তার নীলরাজ, পলাক্কের উগ্রসেন, এবং দেবরাষ্ট্রের কুবের। তিনি দক্ষিণ ভারত জয় করলেও এইসব দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই দক্ষিণাপথের রাজাদের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ মোক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে তিনি করদরাজ্যে পরিণত করেছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব নয়।

■ **সীমান্ত ও উপজাতি গনরাজ্য জয় :->** উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্তের সাফল্যের ফলে, কামরূপ, সমতট, ডবাক, নেপাল ও কর্তৃপুর এই পাঁচটি সীমান্ত রাজ্য তার বশ্যতা স্বীকার করেন। এছাড়া পাঞ্জাব ও রাজপুতানার ৯ টি উপজাতি গনরাজ্য বিনাযুদ্ধে সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য মেনে নিতে কুন্ঠিত হননি। এই উপজাতি রাজ্যগুলি হল মালব, মদ্রক, আভীর, কাক, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, প্রার্জুন, সনকানিক ও খরপরিক।

■ **বিদেশী রাষ্ট্র ও তার প্রভাব :->** হরিষেণের লেখা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে সিংহলের সাথে গুপ্ত রাজাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অন্যান্য দ্বীপ সম্পর্কে কয়েকটি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ড: রায়চৌধুরীর মতে অন্যান্য দ্বীপ বলতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপ গুলিকে বোঝানো হয়েছে। ড: মজুমদার মনে করেন, মালয়, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের উপর সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে ব্যবহৃত 'দৈবপুত্র শাহী-শাহানু-শাহি ও শকমুরুণ্ড' সম্ভবত কয়েকটি দেশে পারস্য ও কুষাণের শাসক সামন্তরা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধের যজ্ঞের আয়োজন করে নিজেকে 'রাজচক্রবর্তী' বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিদেশী শাসন অবসান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্বের ফলে ভারতে ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট, এই সময় সমুদ্রগুপ্ত তার বাহুবলের দ্বারা ভারতে এক বিস্তৃত অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেছিলেন। ড: স্মিথ তার 'Oxford history of India' গ্রন্থে বলেছেন - "Samudragupta --- was one of the most remarkable and accomplished Kings recorded in Indian history".

— o —